অর্থনীতি পরিচিতি

ইউনিট ১

ভূমিকা

অর্থনীতির সংজ্ঞা দিয়ে সাধারণত অর্থনীতির আলোচনা শুরু করা হয়, তাই ইউনিটের শুরুতেই অর্থনীতির অনেক সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। অর্থনীতির যে সকল প্রশ্ন বিবেচনা করা হয় এবং এই প্রশ্নসমূহের উত্তর পাওয়ার জন্য যে বিশ্লেষণ পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করা হয় এই উভয় দিক বিবেচনায় অর্থনীতি একটি বিশাল বিষয়। তাই অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় তা একটি বাক্যে বা অনুচ্ছেদে বর্ণনা করা হবে না। অর্থনীতিতে যে সমস্যাসমূহ আলোচনা করা হয় সেসবের মূল বৈশিষ্ট্য এবং সমস্যাসমূহের সমাধানের অর্থনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে এখানে আলোকপাত করা হয়েছে।

পাঠ ১ : ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায় তা বলতে পারবেন।
- ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে কি পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন।

১.১. ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি

পূর্বে অর্থনীতি একটিই বিষয় ছিল। কিন্তু ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পর অর্থনীতি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়- ব্যষ্টিক অর্থনীতি ও সমষ্টিক অর্থনীতি। ব্যষ্টিক অর্থনীতি "ক্ষুদ্র" বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে ভোক্তা ফার্ম এবং বাজারের আচরণ আলোচিত হয়। সমষ্টিক অর্থনীতিতে "বৃহৎ" বা "সমগ্র" সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করা হয়। সমগ্র অর্থনীতি সম্পর্কিত আচরণ সমষ্টিক অর্থনীতির বিষয়বস্তু। অর্থনীতি কিভাবে এবং কেন প্রবৃদ্ধি অর্জন করে এবং উঠানামা করে সেসব বিষয়াদি সম্পর্কে সমষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচিত হয়। সমষ্টিক অর্থনীতি মূল্যস্ফীতি ও বেকারত্বের হার, সুদের হার, লেনদেন ভারসাম্য এবং বিনিময় হার সম্পর্কেও আলোচনা করে।

১.১.১ ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য

ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে যে প্রধান পার্থক্যগুলো দেখতে পাওয়া যায় তা নিচে আলোচনা করা হল:

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যষ্টি পরিবার ও ব্যষ্টি ফার্মের আচরণ সম্পর্কে আলোচনা করে। সমষ্টিক অর্থনীতি অর্থনৈতিক সমষ্টি। যেমন – মোট ভোগ, মোট বিনিয়োগ, মোট উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করে। তবে এ পার্থক্য কিছু শর্ত সাপেক্ষ। প্রথমতঃ, ব্যষ্টিক অর্থনীতিও অনেক

ক্ষেত্রে কিছু অর্থনৈতিক সমষ্টি যেমন – চালের মোট চাহিদা, শ্রমের মোট চাহিদা, চিনির মোট যোগান ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। তবে এ দুধরনের সমষ্টির মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে অর্থনৈতিক সমষ্টি নিরূপণ করা হয় ব্যষ্টি নির্বাচন থেকে। যেমন– তৃপ্তি সর্বোচ্চায়নকারী ব্যষ্টি ভোক্তার চায়ের চাহিদা সমূহ যোগ করে চায়ের বাজার চাহিদা নিরূপণ করা হয়। কিন্তু সমষ্টিক অর্থনীতিতে ব্যষ্টি নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ, ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সমজাতীয় বা সদৃশ দ্রব্যের সমষ্টি আলোচনা করা হয়। যেমন– চা-এর বাজার চাহিদা আলোচনা করা হয় কিন্তু চায়ের ও তরমুজের চাহিদা যোগ করা হয় না। কিন্তু সমষ্টিক অর্থনীতিতে বিভিন্ন প্রকার পণ্যের সমষ্টি বিবেচনা করা হয়। যেমন, মোট জাতীয় উৎপাদন বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য ও সেবাকার্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি।

খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে আপেক্ষিক দাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমষ্টিক অর্থনীতিতে আপেক্ষিক দাম গৌণ ভূমিকা পালন করে। ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে চা ও কফি বা দেশী বস্ত্র বা আমদানিকৃত বস্ত্রের আপেক্ষিক দামের পরিবর্তনের প্রতি ভোক্তা ও উৎপাদকের প্রতিক্রিয়া আলোচনা করা হয়। সমষ্টিক অর্থনীতিতে মূল্যস্তর, সুদের হার, বিনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। শেষোক্ত ক্ষেত্রে আপেক্ষিক দাম বিবেচিত হলেও তা হয় কোন বড় দ্রব্য গুচ্ছের আপেক্ষিক যেমন, উৎপাদক ও ভোক্তার আপেক্ষিক দাম।

গ. সমষ্টিক অর্থনীতিতে জাতীয় আয়, মূল্যস্তর, সুদের হার ইত্যাদি চলকের নির্ধারণ প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়। কিন্তু ব্যষ্টিক অর্থনীতির আলোচনায় এসব চলক প্রদত্ত ধরে নেয়া হয়।

কোন কোন অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, সমষ্টিক অর্থনীতিতে সাধারণ মূল্যস্তর, মোট জাতীয় উৎপাদন, সুদের হার, বিনিয়োগ সম্পর্কে আলোচনা ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে অর্থাৎ ব্যষ্টি সিদ্ধান্তগ্রহণকারী এককের অর্থনৈতিক নির্বাচন থেকে হওয়া উচিত। সমষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণের এই দৃষ্টিভঙ্গী "সমষ্টিক অর্থনীতির ব্যষ্টিক ভিত্তি" হিসেবে পরিচিত।

সারসংক্ষেপ

ক. ব্যষ্টিক অর্থনীতি "ক্ষুদ্র" বিষয় এবং সমষ্টিক অর্থনীতি "বৃহৎ" বা "সমগ্র" সম্পর্কিত বিষয় আলোচনা করে।

খ. ব্যষ্টিক অর্থনীতি ব্যষ্টি ভোক্তার এবং উৎপাদকের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনা করে এবং সমজাতীয় পণ্যের আলোচনায় জোর দেয়। সমষ্টিক অর্থনীতি সমষ্টিক অর্থনীতিক চলকের নির্ধারণ আলোচনা করে- ব্যষ্টি ভোক্তা ও ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ আলোচনা করে না।

অনুশীলনী ১.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নঃ

১. অর্থনীতি ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক এই দুটি শাখায় বিভক্ত হয়
   ক. এ্যাডাম স্মীথের সময়ে
   খ. ১৯৩০-এর দশকের পূর্বে
   গ. ১৯৩০-এর দশকের মহামন্দার পরে
   ঘ. ১৯৯০-এর দশকে

২. ব্যষ্টিক অর্থনীতি আলোচনা করে
   ক. ব্যষ্টিভোক্তা ও ফার্মের সিদ্ধান্ত গ্রহণ
   খ. ব্যষ্টিভোক্তার নির্বাচন ও বিনিয়োগ
   গ. মোট ভোগ ও মোট উৎপাদন
   ঘ. উপরের কোনটাই নয়

৩. সমষ্টিক অর্থনীতিতে আলোচনা করা হয়
   ক. সমজাতীয় বা সদৃশ পণ্যের সমষ্টি
   খ. বিভিন্ন প্রকার পণ্যের সমষ্টি
   গ. সমজাতীয় এবং বিভিন্ন প্রকার পণ্যের সমষ্টি
   ঘ. উপরের কোনটাই নয়

৪. ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে কোন দাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?
   ক. পরম বা অনপেক্ষ দাম
   খ. আপেক্ষিক দাম
   গ. অনপেক্ষ ও আপেক্ষিক দাম
   ঘ. ব্যষ্টি দাম

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতি বলতে কি বুঝায়?

খ) ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক অর্থনীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

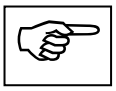

পাঠ ২ : মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা : কি উৎপাদিত হবে? কিভাবে উৎপাদিত হবে? কার জন্য উৎপাদিত হবে?

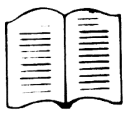

মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা

যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে তিনটি মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে হয়। এই সমস্যাগুলো হচ্ছে: কি উৎপাদিত হবে? কিভাবে উৎপাদিত হবে? এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে? এই সমস্যাগুলো সমাধানের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এজন্য যে সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ সীমিত। সুতরাং সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজের বস্তুগত অভাবের সর্বোচ্চ সন্তুষ্টি সাধনের জন্য এই সমস্যাগুলো সমাধান করা দরকার।

২.১ কি উৎপাদিত হবে?

অর্থনীতিতে সম্পদের পরিমাণ সীমিত বলে সকল দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয় অর্থনীতিতে কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে এবং কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে না। কোন কোন দ্রব্য উৎপাদিত হবে এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পর সিদ্ধান্ত নিতে হয় এই দ্রব্যগুলোর কোনটি কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে। অর্থনীতিতে সিদ্ধান্তগুলো সাধারণতঃ "সবখানি অথবা একটিও নয়"- এই প্রকৃতির হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কোন দ্রব্য একটু বেশি উৎপাদন করলে অপর একটি দ্রব্য একটু কম পরিমাণে উৎপাদন করতে হয়। যে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে অর্থনীতির সকল ব্যক্তির অভাব সর্বোত্তমভাবে পূরণের জন্য কি কি দ্রব্য ও কি পরিমাণে উৎপাদিত হবে তা স্থির করা। এই প্রসঙ্গে আরো একটি সিদ্ধান্ত গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে সময় অনুযায়ী উৎপাদন সমাহার নির্ধারণ। যেমন, বর্তমানকালে চাল ও দুধ উৎপাদন করা যেতে পারে অথবা বর্তমানকালে চাল ও আখ এবং ভবিষ্যৎ কালে চাল ও চিনি উৎপাদন করা যেতে পারে।

২.২ কিভাবে উৎপাদিত হবে?

অর্থনীতিতে মোট যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদিত হবে তা বিভিন্নভাবে উৎপাদন করা যায়। অর্থনীতিতে প্রাপ্তব্য সম্পদ ব্যবহার করে পূর্ণ উৎপাদনের উদ্দেশ্যে তাই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কি ভাবে দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদিত হবে। অর্থাৎ কার দ্বারা, কোন সম্পদ ব্যবহার করে এবং কোন পদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদিত হবে? অর্থনীতিতে কে চালের যোগান দেবে এবং কে বিমান চালক হবে? বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে কোন সম্পদ ব্যবহার করে- তেল এবং কয়লা অথবা পানি এবং পরমানু অথবা সূর্যকিরণ নাকি বায়ু ব্যবহার করে? চাল উৎপাদন করা হবে স্বল্প মূলধন ও প্রচুর শ্রম অর্থাৎ শ্রম নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করে নাকি প্রচুর মূলধন ও স্বল্প সংখ্যক শ্রম অর্থাৎ মূলধন নিবিড় প্রযুক্তি ব্যবহার করে? অর্থনীতিতে মোট উৎপাদনের পরিমাণ শুধু প্রপ্তব্য সম্পদের উপর নির্ভর করে না, সম্পদ কিভাবে মিশ্রিত করা হয় তার উপরও নির্ভর করে।

২.৩ কার জন্য উৎপাদিত হবে?

এটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার তৃতীয় মৌলিক সমস্যা। অর্থনীতির মোট উৎপাদন অর্থনীতির সকল সদস্যের মধ্যে বন্টিত হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্ধারণ করতে হয় কিভাবে মোট উৎপাদন-

এর সদস্যদের মধ্যে অর্থাৎ বিভিন্ন পরিবার বিভিন্ন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও সরকারের মধ্যে বন্টিত হবে। প্রত্যেক পরিবার কি উৎপাদনের সমান অংশ পাবে? প্রত্যেক সদস্যের অংশ কি উৎপাদনে তার অবদানের দ্বারা নির্ধারিত হবে? প্রত্যেক সদস্যের অংশ কি তার দাম প্রদানের ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত হবে? না কি ঐতিহ্য এবং প্রথা দ্বারা নির্ধারিত হবে? জাতীয় আয়ের কত অংশ সরকার ব্যবহার করবে? স্পষ্টতঃ এসব প্রশ্নের উত্তর শুধু অর্থনীতি নয় বরং রাজনীতি ও নীতিবিদ্যার সঙ্গে জড়িত।

সারসংক্ষেপ

ক. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্য তিনটি: (১) কি উৎপাদিত হবে? (২) কি ভাবে উৎপাদিত হবে? এবং (৩) কার জন্য উৎপাদিত হবে?

খ. প্রথম মৌলিক সমস্যা হচ্ছে কোন কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য কি পরিমাণে এবং কোন সময়ে উৎপাদিত হবে। দ্বিতীয় মৌলিক সমস্যা হচ্ছে দ্রব্য ও সেবাকার্য কার দ্বারা, কোন সম্পদ ব্যবহার করে এবং কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদিত হবে। তৃতীয় মৌলিক সমস্যা হচ্ছে অর্থনীতির সদস্যদের মধ্যে মোট উৎপাদন কিভাবে বন্টিত হবে।

অনুশীলনী ১.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

১. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা কয়টি?
   ক. দুটি
   খ. তিনটি
   গ. চারটি
   ঘ. পাঁচটি

২. মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় কারণ-
   ক. সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ বেশি
   খ. সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের পরিমাণ সীমিত
   গ. সমাজে প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ সঠিক পরিমাণ আছে
   ঘ. সমাজে প্রচুর অব্যবহৃত সম্পদ আছে

৩. অর্থনীতির মোট উৎপাদ বন্টিত হবে কাদের মধ্যে?
   ক. সকল সদস্যের মধ্যে
   খ. কিছু সদস্যের মধ্যে
   গ. শুধু ধনীদের মধ্যে
   ঘ. শুধু সরকার ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা ক'টি ও কি কি?

খ) অর্থনীতির মৌলিক সমস্যাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা কর?

পাঠ ৩ : অসীম অভাব ও দুষ্প্রাপ্য সম্পদ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- অসীম অভাব বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন।
- দুষ্প্রাপ্য সম্পদ বলতে কি বুঝায় বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১ অসীম অভাব

সমাজে বস্তুগত অভাব অসীম। বস্তুগত অভাব বলতে মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়া ও ব্যবহারের আকাংক্ষাকে বুঝায়। মানুষকে আনন্দ বা তৃপ্তি দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্যের তালিকা অতি দীর্ঘ। যেমন- খাদ্য, বাসস্থান, কাপড়, গাড়ী, জুতা, টিভি, চুল কাটা, সিনেমা, এখন কিডনীর পাথর অপসারণের জন্য অস্ত্রাপচার, দেশরক্ষা ইত্যাদি। বস্তুগত অভাব অসীম। অর্থাৎ দ্রব্য ও সেবাকার্যের বস্তুগত অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়। মানুষের কিছু অভাব পূরণ হলে আবার নতুন দ্রব্য ও সেবাকার্যের অভাব দেখা দেয়। একজন বিশেষ ব্যক্তির সবকিছু থাকা সম্ভব তবে মানুষের পুরাতন অভাব পূরণের সাথে সাথে নুতন অভাব সৃষ্টির ক্ষমতা অসাধারণ। এছাড়া সময়ের সাথে নতুন দ্রব্য প্রবর্তিত হওয়ার ফলে অভাবের পরিবর্তন হয় ও অভাব বৃদ্ধি পায়। যেমন- কিছুদিন পূর্বে স্যাটেলাইট টিভি ও স্যালুলার টেলিফোন অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এ সবের ব্যবহারের প্রসার ঘটছে।

৩.২ দুষ্প্রাপ্য সম্পদ

অর্থনৈতিক সম্পদ সীমিত বা দুস্প্রাপ্য। অর্থনৈতিক সম্পদ বলতে দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক, মানব ও মানুষ নির্মিত সম্পদকে বুঝায়। যেমন- ভূমি ও খনিজ সম্পদ নানা শ্রেণীর শ্রম, যন্ত্রপাতি, দালান কোঠা ইত্যাদি। এসব সম্পদ সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য। কোন কোন অর্থনীতিতে কোন কোন সম্পদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। যেমন- আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভূমি, সৌদি আরবে তেল ইত্যাদি। কিন্তু এসকল সম্পদ অসীম নয়, মোট প্রয়োজনের তুলনায় সীমিত। দুষ্প্রাপ্য সম্পদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি ব্যবহার বা উৎপাদনের জন্য মূল্যবান সম্পদ যেমন- শ্রম, যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। ফলে এই সম্পদ পাওয়ার জন্য অন্য কোন সম্পদ ত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া এ সম্পদ অসীম পরিমাণে প্রাপ্তব্য নয়।

দুষ্প্রাপ্য সম্পদ ব্যবহার করে মানুষের বস্তুগত অভাব পূরণের জন্য দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করা হয়। মানুষের অভাব অসীম। সম্পদের পরিমাণ প্রচুর হলেও অসীম অভাবের তুলনায় তা সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য।

সারসংক্ষেপ

ক. সমাজে বস্তুগত অভাব অসীম। অর্থাৎ সমাজে দ্রব্য ও সেবাকার্যের অভাব সম্পুর্ণভাবে পূরণ করা সম্ভব নয়।

খ. অর্থনৈতিক সম্পদ সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য। মানুষ যে সব দ্রব্য ও সেবাকার্য ভোগ করতে চায় তা উৎপাদন করার মত পর্যাপ্ত সম্পদ প্রাপ্তব্য নয়।

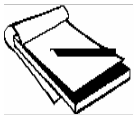

অনুশীলনী ১.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. বস্তুগত অভাব?
   ক. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায়
   খ. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায় না
   গ. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায় যদি সম্পদ উত্তমরূপে ব্যবহার করা যায়
   ঘ. সম্পূর্ণভাবে পূরণ করা যায় না কারণ মানুষের আয় সমান নয়।

২. বস্তুগত অভাব বলতে কি বুঝায়?
   ক. মানুষকে পীড়া দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়ার আকাংক্ষা
   খ. মানুষকে পীড়া দেয় কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে আনন্দ দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়ার আকাংক্ষা
   গ. মানুষকে তৃপ্তি দেয় এরূপ দ্রব্য ও সেবাকার্য পাওয়া ও ব্যবহারের আকাংক্ষা
   ঘ. উপরের সব কটি

৩. অর্থনৈতির সম্পদ দুষ্প্রাপ্য কেন?
   ক. মোট প্রয়োজনের তুলনায় এর যোগান সীমিত
   খ. এর উৎপাদনে মূল্যবান সম্পদ ব্যবহৃত হয়
   গ. এর উৎপাদনের জন্য অন্য সম্পদ ত্যাগ করতে হয়
   ঘ. উপরের সব কটি

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) বস্তুগত অভাব অসীম বলতে কি বুঝায়?

খ) অর্থনৈতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য বলতে কি বুঝায়?

পাঠ-৪ : দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কি বুঝায় বলতে পারবেন ।
- অর্থনীতিতে নির্বাচন কেন প্রয়োজনীয় বলতে পারবেন ।

৪.১ দুষ্প্রাপ্যতা

অর্থনৈতিক সম্পদ দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় সম্পদের যোগান সীমিত। সম্পদের পরিমাণ অসীম হলে কোন অর্থনৈতিক সমস্যা থাকত না। ফলে কি, কিভাবে এবং কার জন্য উৎপাদিত হবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকত না। মানুষ যে দ্রব্য ও সেবাকার্য চাইত তাই অসীম পরিমাণে পেত অর্থাৎ তাদের বস্তুগত অভাব সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয়। সুতরাং কি উৎপাদিত হবে এ সমস্যা দেখা দিত না। যেহেতু সকল সম্পদ অসীম পরিমাণে পাওয়া যায় সেজন্য কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদনে সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতার দরকার হত না। অর্থাৎ কিভাবে উৎপাদিত হবে এ সমস্যা দেখা দিত না। পরিশেষে যেহেতু প্রত্যেকে যা খুশী এবং যত পরিমাণে খুশী তাই পেত সেজন্য দ্রব্য ও আয় কিভাবে বন্টিত হয় তার কোন গুরুত্ব থাকত না।

এরূপ অবস্থায় কোন অর্থনৈতিক দ্রব্য থাকত না অর্থাৎ চাহিদার তুলনায় যোগান সীমিত বা দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য থাকত না। এ অবস্থায় অর্থনীতি পাঠের প্রয়োজন হত না বা সম্পদ ব্যবহারে মিতব্যয়িতার প্রয়োজন হত না। সকল দ্রব্য অবাধলভ্য দ্রব্য হত – বায়ু বা দক্ষিণ মেরুতে বরফ বা মরুভূমিতে বালুর মত।

কিন্তু সকল দ্রব্য অবাধলভ্য নয়। কারণ দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত ভূমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, শ্রম ও অন্যান্য সম্পদের যোগান অসীম নয়। এটা ঠিক যে সময়ের সাথে অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সেসংগে মানুষের বস্তুগত অভাবও বৃদ্ধি পায়। ফলে চাহিদার তুলনায় সম্পদের দুষ্প্রাপ্যতা সকল অর্থনীতিতে সব সময় বিদ্যমান থাকে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মত ধনী দেশ অথবা নেপাল, বাংলাদেশ ইত্যাদির মত দরিদ্র দেশ উভয় ক্ষেত্রে এটি সত্য।

৪.২ নির্বাচন

আমরা যে সব দ্রব্য ও সেবাকার্য চাই তার সবকিছু পেতে পারি না। আমাদের অভাব পূরণের জন্য প্রাপ্তব্য সম্পদ সীমিত। কিন্তু আমাদের বস্তুগত অভাব অসীম। এ অবস্থায় নির্বাচনের প্রশ্ন দেখা দেয়। মনে করি অর্থনীতিতে দুটি দ্রব্য ক ও খ উৎপাদিত হয়। সম্পদের পরিমাণ সীমিত বলে এ দুটি দ্রব্য অসীম পরিমাণে উৎপাদন করা যায় না। ফলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোন দ্রব্য কি পরিমানে উৎপাদন করা হবে। একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদন করলে অপর দ্রব্যটির উৎপাদন কমাতে হয়। কেননা সম্পদের সীমাবদ্ধতার জন্য ক এর উৎপাদন বাড়াতে হলে খ এর উৎপাদন কমিয়েই বাড়তি সম্পদের ব্যবস্থা করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

ক. দুষ্প্রাপ্যতা সকল অর্থনীতির জন্য একটি মৌলিক সমস্যা। মানুষ যে সকল দ্রব্য ও সেবাকার্য ভোগ করতে চায় তা উৎপাদনের জন্য পর্যপ্ত পরিমাণে সম্পদ প্রাপ্তব্য নয়।

খ. দুষ্প্রাপ্যতর জন্য নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রত্যেক সমাজে নির্ধারণ করতে হয় কোন দ্রব্য ও সেবাকার্য কি পরিমাণে উৎপাদন করা হবে। একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদন করলে অন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয়।

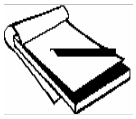

অনুশীলনী ১.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. অর্থনৈতিক সম্পদ –
   ক. দুষ্প্রাপ্য
   খ. দুষ্প্রাপ্য নয়
   গ. অসীম
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. নির্বাচন প্রয়োজন হয়, কারণ –
   ক. প্রাপ্তব্য সম্পদ অসীম
   খ. প্রাপ্তব্য সম্পদ সীমিত
   গ. প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পদ পাওয়া যায়
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

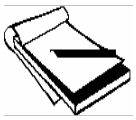

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

ক) দুষ্প্রাপ্যতা বলতে কি বুঝায়?

খ) অর্থনীতিতে নির্বাচন কেন প্রয়োজনীয় তা ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ-৫ : সুযোগ ব্যয় ও উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সুযোগ ব্যয় বলতে কি বুঝায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কি তা বলতে পারবেন।

সুযোগ ব্যয়

দুষ্প্রাপ্যতার জন্য মানুষকে নির্বাচন বা পছন্দ করতে হবে। নির্বাচনের সঙ্গে ব্যয়ের প্রশ্ন জড়িত থাকে। কারণ সীমিত সম্পদের সাহায্যে কোন একটি দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করা হলে অপর কোন দ্রব্যের উৎপাদন কমাতে হয়। অর্থাৎ একটি দ্রব্য বেশি উৎপাদনের জন্য অপর একটি দ্রব্যের উৎপাদন কিছুটা ত্যাগ করতে হয়। একটি দ্রব্য এক একক বেশি উৎপাদনের জন্য অপর দ্রব্যটির যে পরিমাণ ত্যাগ করতে হয় তাই প্রথম দ্রব্যটির সুযোগ ব্যয়। মনে করি দুটি দ্রব্য 'ক' এবং 'খ' এবং ক দ্রব্যটির এক একক বেশি উৎপাদন করার জন্য যে পরিমাণ সম্পদ প্রয়োজন হয় তাতে খ দ্রব্যের দুই একক উৎপাদন হ্রাস করতে হয়। এখানে ক-এর সুযোগ ব্যয় দুই একক খ।

উৎপাদন সম্ভাব্য রেখা

দুষ্প্রাপ্যতা ও নির্বাচনের সমস্যা উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। একটি অর্থনীতি প্রাপ্তব্য ভূমি শ্রম, মূলধন ও কারিগরীজ্ঞান ব্যবহার করে কি পরিমাণ দ্রব্য ও সেবাকার্য উৎপাদন করতে পারে এই রেখার সাহায্যে তা দেখানো হয়। অর্থনীতি সীমিত সম্পদ ব্যবহার করে দ্রব্য ও সেবাকার্যের বিভিন্ন সমাহার উৎপাদন করতে পারে। অর্থনীতি বেশি চাল কম পাট, বেশি সেচযন্ত্র কম সাইকেল, বেশি ট্রাক কম ট্রেন ইত্যাদি উৎপাদন করতে পারে। আলোচনার সুবিধার্থে মনে করি অর্থনীতিতে দুটি দ্রব্য যথা, পাট ও আখ উৎপাদিত হয়। অর্থনীতি উৎপাদনের জন্য এ দুটি দ্রব্যের কোন একটি সমাহার নির্বাচন করে। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা অর্থনীতির সকল সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করে পাট ও আখের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সমাহার দেখায়। অন্যভাবে বলা যায় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ পাট উৎপাদন করে সর্ব্বোচ্চ যে পরিমাণ আখ উৎপাদন করা যায় উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা তা দেখায়।

মনে করি, বিদ্যমান সকল সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে সর্বোচ্চ ৬ মিলিয়ন বেল পাট উৎপাদন করা যায়। আবার বিদ্যমান সকল সম্পদ আখ উৎপাদনে ব্যবহার করে সর্ব্বোচ্চ ৬০ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করা যায়। এ দুটি হচ্ছে চূড়ান্ত সম্ভাবনা। এর মাঝামাঝি আরো অনেক সম্ভাবনা আছে। আমরা যদি পাটের উৎপাদন বাড়িয়ে দিই তাহলে আখের উৎপাদন কিছু পরিমাণে কমাতে হয়। যদি পাটের উৎপাদন আরো বাড়ানো হয় তাহলে আখের উৎপাদন আরো কিছু কমাতে হয়। সারণী ১১-এ এরূপ কিছু উৎপাদন সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে।

সারণী ১.১ (উৎপাদন সম্ভাবনা)

পাট (মিলিয়ন বেল)	আখ (মিলিয়ন টন)	১ মিলিয়ন বেল পাটের সুযোগ ব্যয়
০	৬০	২
১	৫৮	৩
২	৫৫	৫
৩	৫০	৮
৪	৪২	১২
৫	৩০	৩০
৬	০	

পাটের উৎপাদন ৩ মিলিয়ন বেল থেকে ৪ মিলিয়ন বেল-এ বাড়ানো হলে আখের উৎপাদন ৫০ মিলিয়ন টন থেকে ৪২ মিলিয়ন টনে কমাতে হয়। এখানে ১ মিলিয়ন বেল পাটের সুযোগ ব্যয় ৮ মিলিয়ন টন আখ। অর্থনীতি বিদ্যমান সকল সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে ৪ মিলিয়ন বেল পাট ও ৪২ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করতে পারে। এ ভাবে অর্থনীতি ৫ মিলিয়ন বেল পাট ও ৩০ মিলিয়ন টন আখ উৎপাদন করতে পারে।

সারণী ১.১ এর তথ্যের ভিত্তিতে চিত্র ১.১ আঁকা হয়েছে। চিত্রে

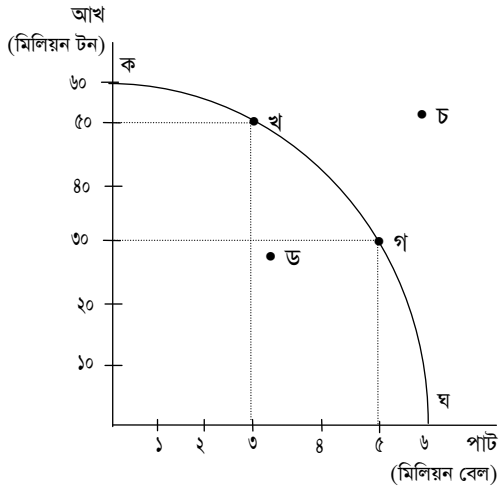

চিত্র ১.১ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

ভূমি অক্ষে পাট ও উল্লম্ব অক্ষে আখ এর উৎপাদন দেখানো হয়েছে। কঘ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার বিভিন্ন বিন্দু পাট ও আখ-এর সর্বোচ্চ উৎপাদনের বিভিন্ন সমাহার দেখায়। যেমন- ক বিন্দু ০ (শূন্য) মিলিয়ন বেল পাট ও ৬০ মিলিয়ন টন আখ, খ বিন্দুতে ৩ মিলিয়ন বেল পাট ও ৫০ মিলিয়ন টন আখ, গ বিন্দুতে ৫ মিলিয়ন বেল পাট ও ৩০ মিলিয়ন টন আখ এবং ঘ বিন্দুতে ৬ মিলিয়ন বেল পাট ও ০ মিলিয়ন টন আখ এর উৎপাদন দেখায়। এভাবে অন্যান্য বিন্দু ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সমাহার দেখায়।

দক্ষ উৎপাদন

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা দক্ষ উৎপাদন দেখায়। দক্ষ উৎপাদন বলতে সম্পদের অপচয়হীন উৎপাদন বুঝায়। উৎপাদন দক্ষতা ঘটে যখন অন্য কোন দ্রব্যের উৎপাদন না কমিয়ে কোন দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায় না। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার খ বিন্দুতে যে উৎপাদন সমাহার নির্দেশ করে তা থেকে বেশি পরিমাণ আখ উৎপাদন করতে চাইলে পাটের উৎপাদন কমাতে হয়। অনুরূপভাবে বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদন করতে চাইলে আখের উৎপাদন কমাতে হয়।

উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা উৎপাদন সমাহারগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সীমিত সম্পদ দ্বারা যে সমাহার গুলো উৎপাদন করা সম্ভব নয় এবং যে সমাহারগুলো উৎপাদন করা সম্ভব। ক ঘ রেখার ডানদিকের সমাহারগুলো উৎপাদন করা সম্ভব নয় কারণ এগুলো উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ নেই। ক ঘ রেখার বামদিকের সমাহারগুলোতে সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার না করে উৎপাদন করা সম্ভব। শুধু ক ঘ রেখার উপরস্থ সমাহারগুলো প্রাপ্তব্য সম্পদ পূর্ণভাবে ব্যবহার করে উৎপাদন করা সম্ভব। চিত্র ১-এ চ বিন্দু অর্জন বহির্ভুক্ত বিন্দু এবং ড বিন্দু অদক্ষ বিন্দু নির্দেশ করে। কোন অর্থনীতি উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার অভ্যন্তরে অবস্থান করলে বুঝতে হবে যে অর্থনীতিতে সম্পদ সম্পূর্নভাবে ব্যবহৃত হয়নি বা সম্পদের অপচয় ঘটছে। এরূপ অবস্থায় পাট ও আখ উভয় দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব বা পাটের (আখের) উৎপাদন বাড়ালে আখের (পাটের) উৎপাদন কমাতে হয় না। একটি অর্থনীতি নানা কারণে ড বিন্দুতে উৎপাদন করতে পারে। যেমন বেকারত্ব, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, একচেটিয়া কারবার, আমলাতন্ত্র কর্তৃক অদক্ষ নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। এই রেখাটি ডানদিকে নিম্মগামী কারণ কোন দ্রব্যের বেশি পরিমাণ পেতে হলে অপর দ্রব্যটির কিছু পরিমাণে ত্যাগ করতে হয়। নিম্মগামী ঢাল সুযোগ ব্যয় দেখায়-একটি দ্রব্য বেশি পেতে হলে অন্য দ্রব্য কিছু পরিমানে ত্যাগ করতে হয়। উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা মূল বিন্দুর দিকে অবতল। এটি উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান সুযোগ ব্যয় দেখায়। পাটের উৎপাদন ক্রমশঃ বাড়ালে আখ উৎপাদন ক্রমশ: বেশি হারে কমে। পাটের প্রতি একক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আখের উৎপাদন ক্রমাগত ভাবে ২, ৩, ৫, ৮, ১২ ও ৩০ একক কমে। পরিভাষাগত ভাবে, এর কারণ কি? এর সরল ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া যায় ঃ অর্থনৈতিক সম্পদ বিশেষায়িত বা বিশেষ কাজে অধিক উৎপাদনশীল। ক বিন্দু থেকে শুরু করে ঘ বিন্দুর দিকে এগোলে প্রথমে আখ উৎপাদন থেকে সরিয়ে ভূমি ও অন্যান্য যে সকল সম্পদ পাট উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হবে, যুক্তিসঙ্গতভাবে সেগুলো আখ উৎপাদনের তুলনায় পাট উৎপাদনে অধিক উৎপাদনশীল । ফলে অল্প পরিমাণ সম্পদ স্থানান্তর করে অনেক বেশি পরিমাণ পাট উৎপাদন করা যায়। এই রেখাধরে ক্রমাগতভাবে ঘ বিন্দুর দিকে এগোলে পাট উৎপাদনে বেশি উৎপাদনশীল সম্পদ ক্রমান্বয়ে দুষ্প্রাপ্য হয়। ক্রমান্বয়ে আখ উৎপাদন থেকে পাট উৎপাদনে ঐসব সম্পদ স্থানান্তর করতে হয় যা তুলামূলকভাবে পাট এর চেয়ে আখ উৎপাদনে অধিক উৎপাদনশীল। ফলে সমান পরিমাণ পাট উৎপাদনের জন্য এ সকল সম্পদ বেশি বেশি পরিমাণে লাগে এবং ক্রমাগতভাবে বেশি পরিমানে আখ এর উৎপাদন ত্যাগ করতে হয়। সবশেষে আখ উৎপাদন থেকে যে সব সম্পদ স্থানান্তর করা হয় তা পাট উৎপাদনের উপযোগী নয়। আখ বীজ পাট উৎপাদনে লাগে না ফলে অনেক পরিমাণ আখ উৎপাদন ত্যাগ করেও পাট উৎপাদন সামান্য পরিমাণ বাড়ে। সম্পদের পূর্ণ বিকল্পায়ন বা পরিবর্তনীয়তার অভাবে, একটি দ্রব্যের ক্রমাগত অধিক একক পাওয়ার জন্য অপর দ্রব্যের পরিমাণ ক্রমাগত অধিকহারে ত্যাগ ক্রমবর্ধমান ব্যয় বিধি হিসাবে পরিচিত।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে চিত্র - ১ - এ চ বিন্দু নির্দেশিত সমাহার এই অর্থনীতির নাগালের বাইরে। এই সমাহার উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদ এই অর্থনীতিতে নেই। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হলে উৎপাদন সম্ভাবনা ডান দিকে সরে যায় এবং আজকে যে উৎপাদন সমাহার নাগালের বাইরে আগামীতে তা নাগালের মধ্যে চলে আসে। অর্থনৈতিক সম্পদ - শ্রম, ভূমি, কারখানা, যন্ত্রপাতি, পরিবহন মাধ্যম ইত্যাদি বৃদ্ধি পেলে এবং/বা প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটে। চিত্র ২ - এ ক′ ঘ′ রেখা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ফলে অর্থনীতির নতুন উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা।

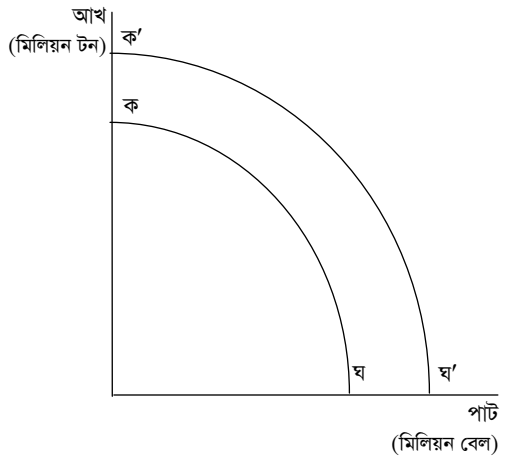

চিত্র ২ উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা

অনুশীলনী ১.৫

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন :

১. সুযোগ ব্যয় হচ্ছে?
   ক. একটি দ্রব্যের উৎপাদন খরচ
   খ. একটি দ্রব্য উৎপাদন করতে গিয়ে অন্য দ্রব্যের যে পরিমাণ উৎপাদন ত্যাগ করতে হয়
   গ. উদ্যোক্তার পাওনা
   ঘ. উপরের কোনটিই নয়

২. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা –
   ক. সম্পদের বিভিন্ন পরিমাণ দেখায়
   খ. দুটি পণ্যের বিভিন্ন সমন্বয় দেখায়
   গ. উপরের পরিমাণ দেখায়
   ঘ. উপরের সব কয়টিই সঠিক

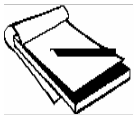

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উৎপাদন সম্ভাবনা রেখা কি নির্দেশ করে? বর্ণনা করুন।
২. সুযোগ ব্যয় কি? উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার সাহায্যে সুযোগ ব্যয় ধারণাটি ব্যাখ্যা করা যায় কি?
৩. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে উৎপাদন সম্ভাবনা রেখার কোন পরিবর্তন হয় কি? ব্যাখ্যা করুন।